

## দণ্ডমাত্রিক

শুদ্ধ সাতটি স্বর—স ঋ গ ম প ধ নি ।

উদারার স্বরের চিহ্ন স্বরের নিচে বিন্দু—নি ঙ প ম গ ঋ স ।

মুদারার স্বর সহজ কোন চিহ্ন নাই—স ঋ গ ম প ধ নি ।

তারার স্বরের চিহ্ন স্বরের মাথায় উপর বিন্দু—স ঋ গ ম প ধ নি ।

কোমল স্বরের চিহ্ন ত্রিকোণ । স্বরের মাথায় উপর এটি বসান হয় । যথা—

△ △ △ △ ঋ গ ধ ন এই চারটি স্বরই কোমল । কোমল র, অতি কোমল র

স্বরের মাথায় পতাকা চিহ্ন দিয়ে কড়ি বা তীব্র স্বরকে বোঝান হয় । যথা—ম  
স্বরের স্থায়িত্ব-বুঝানর কারণে স্বরের মাথায় দণ্ড চিহ্ন দ্বারা মাত্রা নির্দিষ্ট করা

হয় । যথা ১ মাত্রা = স, ২ মাত্রা = স, ৩ মাত্রা = স, ৪ মাত্রা = স ইত্যাদি ।

অর্দ্ধ মাত্রায় স্বরের মাথায় চন্দ্র চিহ্ন = স

সিকি মাত্রায় স্বরের মাথায় ডমরু চিহ্ন = স

এক অষ্টমাংশ ট মাত্রা বুঝাতে স্বরের মাথায় নেত্র চিহ্ন বসান হয় । যথা : স

স্বর কম্পন অর্থে গমক বুঝাতে স্বরের মাথায় গজকুম্ভ চিহ্ন এইরূপ । যথা : স

ষতবার গমক হইবে স্বরের মাথায় ততগুলি চিহ্ন বসিবে । যথা : স মানে  
২ বার গমক ।

স্বরের নিচে সরল রেখা দিলে আশ বুঝায় । যথা—রগমপ


স্বরের নিচে দুইটি সরল রেখা দিলে মীড় বুঝায় । যথা : রম

কণ্ বা ভূষিকা আকার মাত্রিকের মতনই । যথা : স র  
গ, ম ই:

গান বা গতের শেষে যুগল ছেদ চিহ্ন রাখা হয় ।

মূর্ছনার ক্ষেত্রে তরঙ্গিত রেখা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা সা ঙ  
যেখানে বিলম্বিত গতিতে মূর্ছনা যায় সেখানে বিন্দু রেখা ব্যবহৃত হয়।

যথা : ঙ গ  
.....

ছেড় বাদনে ধনুশ্চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যথা : 

's' অবগ্রহ চিহ্নটি যতি বা বিরাম চিহ্ন। স্বরের উপর এই চিহ্ন থাকলে চিহ্নিত স্থানে বিরাম নিয়ে পরবর্তী অংশ ধরতে হয়।

আকার মাত্রিকের মত এখানেও দ্বিতীয় বন্ধনী অর্থাৎ গুন্ফ বন্ধনীর ( 2nd Bracket ) মাঝের স্বরগুলি দুইবার গাইতে হয়। যথা : { গ ম প ধ }

দ্বিতীয় বন্ধনীর মাঝে প্রথম বন্ধনী ( 1st Bracket ) থাকলে প্রথম বন্ধনীর মাঝের স্বরগুলি দ্বিতীয়বার গাইবার সময় বাদ দিতে হবে।

প্রথমে তাল চিহ্নে মোট তিনটি চিহ্ন ব্যবহৃত হত।

তালের চিহ্ন :

+ যোগ চিহ্ন=সমের চিহ্ন

o শূন্য চিহ্ন=ফাঁকের চিহ্ন

১=সম ও ফাঁক ছাড়া প্রতিটি তালের ক্ষেত্রেই তাল বিভাগের প্রথম স্বরের বা প্রথম মাত্রার উপর এই ১ সংখ্যাটি লেখা হত। বর্তমানে সম ও ফাঁক চিহ্ন ছাড়া প্রতিটি তালের কয়টি করিয়া বিভাগ আছে তাহা নির্দিষ্ট করার কারণে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি বিভিন্ন সংখ্যা, তাল বিভাজক চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা : ১=প্রথম তাল, ২=দ্বিতীয় তাল, ৩=তৃতীয় তাল, ৪=চতুর্থ তাল ইত্যাদি।

প্রতিটি তালের বিভাগের মাঝে ( Bar ) দাঁড়ি অর্থে তাল বিভাজক ( তাল নিয়ামক ) রেখা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন নামের তাল ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাভেদের সমষ্টিতে বিভক্ত থাকে। যথা :

তিন তাল :—

+ | ৩ | ০ | ১ ||  
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

রাঁপতাল :—

+ | ৩ | ০ | ১ ||  
| | | | | | | | | | | | | | | | | |